



রাজশাহীতে জঙ্গি সন্দেহে আটক করা হিববুত তাহরীরের সদস্যরা

-তুহিন কবীর

## জঙ্গি সন্দেহে ঢাবি শিক্ষকসহ ১১ হিববুত তাহরীর সদস্য গ্রেপ্তার

রাজশাহী অফিস

জঙ্গি সন্দেহে গতকাল দুপুরে হিববুত তাহরীর বাংলাদেশের ১১ সদস্যকে রাজশাহী মহানগর পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানায় নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ও নর্দান ইউনিভার্সিটির তিন শিক্ষকসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাদের ৫৪ ধারায় চালান দেয়া হয়েছে গতকাল বিকালেই।

এদিকে আজ সকালে রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে হিববুত তাহরীরের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে।

রাজশাহীতে আরএমপির উপকমিশনার

সাজ্জাদুর রহমান যায়যায়দিনকে বলেন, এর আগেও হিববুত তাহরীরের ব্যানারে তাদের লোকজন আপত্তিকর কিছু বক্তব্যসহ লিফলেট ছড়িয়েছিল। তারপর থেকে আমরা তাদের সম্পর্কে যোজ্ঞববর নিয়েছি এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্যের ভিত্তিতেই আমরা তাদের ৫৪ ধারায় চালান দিয়েছি।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ড. সৈয়দ গোলাম মওলা (৬০), নর্দান ইউনিভার্সিটি ঢাকা ক্যাম্পাসের শিক্ষক ও লক্ষীপুরের মুরশিদপুর এলাকার রুহুল আমীনের ছেলে মামুন আনসার (৪৫), ঢাকার সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ফেনীর দাগনভূঁইয়ার

পৃষ্ঠা ১১ ক ১

## জঙ্গি সন্দেহে ঢাবি শিক্ষকসহ ১১ হিববুত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জামালউদ্দিনের ছেলে আহমেদ জামাল ইকবাল (৪০), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঝাউতলার আজিজুল ইসলামের ছেলে ও রুয়েটের শিক্ষার্থী মোজাম্মেল হক বেলাল (২০), ঠান্ডপুরের বাবুরহাট এলাকার সফিকুল ইসলামের ছেলে মাসুদ কাওসার (২৬), ঠাপাইনবাবগঞ্জের খোয়ামাড়াইয়ার সাদিকুল ইসলামের ছেলে ওমর ফারুকি (৩২), নোয়াখালীর চাটখিল এলাকার বেজাদপুরের হারুন অর রশিদের ছেলে মনিরুজ্জামান মাসুদ (২৯), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কলেজপাড়া এলাকার মোস্তফা হোসেনের ছেলে সাকাম হোসেন (২০), চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির শামসুদ্দীন এলাকার আলী হোসেনের ছেলে আকতার হোসেন (২০), কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর এলাকার আফতাব উদ্দিনের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৩১) এবং গাড়ির ড্রাইভার নোয়াখালীর চাটখিল গাটলাবাগ এলাকার আবদুর রহমানের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪০)।

গতকাল দুপুর ১টায় তাদের সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল রাজশাহীর সিটি প্রেসক্লাবে। এ বর পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোনারগাঁয়ের মোড় এলাকায় পুলিশ, রাব ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয় বুধবার রাত থেকেই।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে জাহিদুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক বেলাল সংবাদ সম্মেলনের ব্যানার নিয়ে সিটি প্রেসক্লাবে ওঠার সময় নিচতলার সিঁড়ির কাছ থেকে পুলিশ প্রথমে তাদের আটক করে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে, হিববুত তাহরীরের ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা গাড়িতে করে রাজশাহীতে আসছেন সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য। তাদের দেয়া তথ্য মতে, বেলা সোয়া ১টার দিকে একটি নোয়া ব্র্যান্ডের মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো ৮-১১-৭২৩৮) করে সোনারগাঁয়ের মোড় এলাকায় সিটি প্রেসক্লাবের সামনে নামতেই পুলিশ ও গোয়েন্দারা তাদের ঘিরে ধরে। বিপুলসংখ্যক লিফলেট, বুকলেট, পোস্টারসহ পুলিশ ভ্যানে করে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়িতে বসে থেকেই আটককৃতরা লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করেন সাংবাদিকসহ বিভিন্ন এজেন্সির লোকের কাছে।

হিববুত তাহরীরের উপদেষ্টা ড. সৈয়দ গোলাম মওলা থানার সেলে বসে জানান, আমরা মূলত আমাদের সংগঠন সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলাম। রাজশাহীতে এ নিয়ে বেশ কিছু পত্রিকা হিববুত তাহরীর সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ করেছে। আমরা এসেছিলাম সঠিক বার্তাটি পৌঁছে দিতে। তিনি বলেন, এটি

কোনো জঙ্গি সংগঠন নয়। এটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় গণমানুষের আন্দোলনের মাধ্যমে। হিববুত তাহরীরের লিফলেটে রট্রিবিরোধী বক্তব্য হিসেবে ছিল- 'পবিত্র রমজান মাসে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফত পুনর্প্রতিষ্ঠার শপথ নিন।' এ বক্তব্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, একটি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে সবার।

হিববুত তাহরীরের সিনিয়র সদস্য আহমেদ জামাল ইকবাল বলেন, শুক্রবার সকাল ১০টায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে হিববুতের আলোচনা সভা হয়েছে। এ সভার একজন বক্তাও তিনি। কিন্তু প্রণাসনের লোকজন তাদের কথাগুলো বলতে দিল না। তিনি বলেন, সরকার ঢাকায় প্রোগ্রাম করতে আমাদের অনুমতি দিল। আর রাজশাহীতে সংবাদ সম্মেলনে বাধা দিল এবং তাদের গ্রেপ্তার করলো। এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন ডেলেন তিনি। এছাড়া কিছু পত্রিকা তাদের বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছাপিয়েছিল। তারা পরে সংশোধনীও ছেপেছে।

উল্লেখ্য, ৯ সেপ্টেম্বর রাতে তারাবির নামাজের পর হিববুত তাহরীর সদস্য ও রুয়েটের শিক্ষার্থী হামিদুজ্জামান, জাহিদুল ইসলাম এবং আবজার হোসেনসহ একদল লোক প্রচারপত্র বা লিফলেট বিলি করে।